যুগান্তর

তারিখ 24 JUL 2009

পৃষ্ঠা

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতি বদলে যাচ্ছে

বিএম জাহাঙ্গীর

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন আনা হচ্ছে। বিএনপি সরকারের মতো মৌখিক পরীক্ষার পাস-ফেলের ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়ার পদ্ধতি চালু রাখতে সরকারি দলের এমপিদের পক্ষ থেকে প্রচণ্ড চাপ থাকলেও প্রধানমন্ত্রী তা আমলে নেননি। উল্টো নিয়োগ দুর্নীতি ঠেকাতে খোলনলচে বদলে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। শুধু মৌখিক পরীক্ষায় পাস-ফেলের ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে না, বিষয়ভিত্তিক লিখিত পরীক্ষার বদলে নেয়া হবে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা। প্রধানমন্ত্রীর সম্মতিতে বৃহস্পতিবার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নতুন এ পরীক্ষা পদ্ধতি চূড়ান্ত করেছে। আগামী সপ্তাহে আনুষ্ঠানিক প্রেসব্রিফিং করে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ নয়া নিয়োগ পদ্ধতি সবিস্তারে প্রকাশ করবেন। নতুন নিয়োগ পদ্ধতির মাধ্যমে আগামী ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে সারাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৬ হাজার ২শ' শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে। মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, নতুন নিয়োগ পদ্ধতিতে ১০০ নম্বরের মধ্যে ৮০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক (টিক মার্ক) পরীক্ষা, ১৫ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা এবং একাডেমিক শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনায় ৫ নম্বর বণ্টন করা হবে। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় ভুল উত্তরের জন্য দশমিক ২৫ নম্বর কাটা যাবে। না জেনেশুনে লটারির মতো টিক দিয়ে কেউ যাতে পার পেয়ে না যায়, সেজন্য ভুল উত্তরে নম্বর কর্তনের নিয়ম রাখা হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানতে পেরেছে, কেউ সঠিক উত্তর না জেনে ৪টি উত্তরের মধ্যে যে কোন একটিতে টিক মার্ক দিলে ২০ থেকে ২৫% উত্তর সঠিক হতে পারে। তাই এভাবে টিক দিয়ে নম্বর পাওয়ার পথ বন্ধ করতে ভুল উত্তরের জন্য নম্বর কেটে নেয়া হবে। ১৫ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার মধ্যে ৫ নম্বর থাকবে পোশাক ও উপস্থাপনার যোগ্যতায় এবং বাকি ১০ নম্বর থাকবে সাধারণ জ্ঞানে। অবশিষ্ট ৫ নম্বরের মধ্যে এসএসসিতে প্রথম বিভাগের জন্য ৩ এবং দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হলে ২ নম্বর পাওয়া যাবে। তৃতীয় বিভাগের নম্বর নেই।

যাচ্ছে : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৪

যাচ্ছে : বদলে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা পদ্ধতির ফলে ৭ মাস আগে নিয়োগ দেয়া সম্ভব হবে। লিখিত পরীক্ষার খাতা দেখে ফলাফল চূড়ান্ত করতে ১৩ মাস পার হয়ে যায়। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার ফলে সকল প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করে নিয়োগ দিতে সর্বোচ্চ ৬ মাস সময় লাগবে। এক জরিপে দেখা গেছে, লিখিত পরীক্ষায় একই খাতা একাধিক শিক্ষক দেখে ভিন্ন ভিন্ন নম্বর দিয়েছেন। যার ব্যবধান ৭ থেকে ২২ নম্বর পর্যন্ত, যা অস্বাভাবিক। অনেকক্ষেত্রে শিক্ষকের মানসিকতার ওপর নম্বর কমবেশি হয়ে যায়। এতে করে পরীক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা পদ্ধতির ফলে এমনটি হওয়ার সুযোগ নেই। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর কম্পিউটারের নির্ধারিত সফটওয়্যারের মাধ্যমে খাতা দেখা হবে। মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণে সম্পৃক্ত বোর্ডের কেউ নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার নম্বরও জানতে পারবে না। ফলে প্রকৃত মেধাবীরা চাকরিতে যোগ দেয়ার সুযোগ পাবে।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮৮ হাজারের কিছু বেশি। এসব বিদ্যালয়ে বর্তমানে প্রায় ৯ হাজার সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। এছাড়া ১৫ হাজারের মতো পদ সৃষ্টি করা হবে। এ হিসেবে ২২ থেকে ২৫ হাজার সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে। প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য আছে ১ হাজার ২শ'। এ পদেও নিয়োগ দেয়া হবে। ইতিমধ্যে এসব শূন্যপদে নিয়োগের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। আবেদনও জমা পড়েছে। এখন বাছাইয়ের কাজ চলছে। এরপর নৈর্ব্যক্তিক ও মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন করে আগামী ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে শিক্ষক নিয়োগ চূড়ান্ত করা হবে।

অভিযোগ রয়েছে, জোট সরকারের সময়ে বিতর্কিত নিয়োগ পদ্ধতির মাধ্যমে দলীয় বিবেচনা ও টাকার বিনিময়ে ৬২ হাজার ৭শ' শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। এর মধ্যে ৫৭ হাজার সহকারী শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষক রয়েছে ৫ হাজার ৭শ' জন। এ নিয়োগের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষায় ৭০ নম্বর এবং মৌখিক পরীক্ষা ছিল ৩০ নম্বর। কিন্তু লিখিত পরীক্ষায় কেউ সর্বোচ্চ নম্বর পেলেও মৌখিক পরীক্ষায় ফেল করলে বাদ পড়ে যেত। মূলত মৌখিক পরীক্ষায় পাস না করলে কারো চাকরি হত না। ফলে নিজেদের পছন্দের লোক এবং টাকা ছাড়া কেউ নিয়োগ পায়নি। সেসময় নিয়োগ কমিটিতে শিক্ষানুরাগীর নামে স্থানীয় এমপিকে রাখা হত। ফলে এমপি'র দেয়া তালিকার বাইরে নিয়োগ দেয়া সম্ভব ছিল না।

ব্যাপক অভিযোগের মুখে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে বিএনপি সরকারের বিতর্কিত নিয়োগ পদ্ধতি বাতিল করে ৯০ নম্বরের লিখিত এবং ১০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। এ পদ্ধতিতে সর্বশেষ গত এপ্রিল মাসে ২০ হাজার ২৭৮ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এ নিয়োগ নিয়ে কোন অভিযোগ ওঠেনি।